অমৃত বাজার পত্রিকা

২ রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ১৪ এপ্রেল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ } ৯ সংখ্যা

অমৃত বাজারপত্রিকা

২ রা বৈসাখ বৃহস্পতিবার।

সংখ্যা পত্রিকায় ঘর ভাঙ্গা গ্রাম ওলাউঠা কর্ত্তৃক প্রায় উচ্ছিন্ন কথা আমরা প্রকাশ করি। এবিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। ফল আমাদিগের ঔষধ পত্র সমুদায় যে কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে সেটি আমরা প্রকৃত হয় নাই। আমরা ... ম, গবর্ণমেণ্টের এক জন ডাক্তার নিযুক্ত আছে।

... নান্তরে স্মিথ সাহেব সম্বন্ধে ভাদুড়ি প্রেরিত এক খানি পত্র আমরা ... করিলাম। যশোর স্কুলের ... পাত অবধি ইনি হেড মাষ্টার ... এক্ষণ পেন্সিন পাইতেছেন, অত্যন্ত কষ্টের অবস্থায় পড়িয়াছেন। ভরসা করি, তাহার ছাত্র বর্গ যথা সাধ্য সাহায্য করিবেন।

... কাটি পাড়ার নিকট বর্ত্তী রাম নগর হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি ... ছেন যে, তথায় ভয়ানক ওলাউঠার ... হইয়াছে। প্রত্যহ ৫। ৬ টি ... পঞ্চত্ব পাইতেছে। গ্রাম বাসীগন ... ধন, ডাক্তারকে বিজিট দিয়া ... করে এমন সংগতি নাই। কাটী একটি গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। যদি সেখানকার ডাক্তার ... জুটে গ্রামবাসীদিগকে চিকিৎসা ... তাহা হইলে গ্রাম বাসীগণ তাবি... কৃতজ্ঞ হন।

ইনকম ট্যাকস ৩৮ হারে বিধিবদ্ধ ... ল। কিন্তু কলিকাতার কয়েকটি প্রধান ... একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে ... বে ... করিবেন। গত শুক্রবারে ইহাদের ... টী সাধারণ সভা হয়। ইহাদের কর্ত্তৃক ... টি বিশেষ সভা নিযুক্ত হইয়াছে। ... ভরতবর্ষীয় সভার প্রতিনিধি ... বাবু রাম নাথ ঠাকুর, বণিক সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ এলরিজ সাহেব ... কুঠিয়ালদের সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ... লন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। গত সোমবারে আর একটী সাধারণ সভা হইয়া যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।

এবৎসরের মোট রাজস্ব ৫২ কোটী টাকা ধরা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১২ কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয়িত হইবে' এও কি আমাদের উপকারের নিমিত্ত? যত মোট রাজস্ব তাহার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য দিগের নিমিত্ত লাগিবে, সাধে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘোচেনা? সৈন্যদের নিমিত্ত গেল এই, আর তাহাদের থাকিবার গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থে কত লাগিবে তাহা এক্ষনে ঠিক নির্ণয় করা যায় না, তবে এদেশে এক অতিরিক্ত পুর্ত্তি বিভাগের নিমিত্ত ৩ কোটী ৬০ লক্ষ ও ইংলণ্ডে ১৪ লক্ষের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে গবর্ণমেণ্ট মোট রাজস্বের প্রায় এক শত ভাগের এক ভাগ ধরিয়াছেন, অর্থাৎ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য করিতে গবর্ণমেণ্টের যতটুক ইচ্ছা; আমাদিগকে পদতলে রাখিতে তাহার প্রায় ৩৩ গুণ ইচ্ছা!

আমরা দেখিতেছি খৃষ্টিয় গিরিজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় এবার কিছু বাড়িয়াছে। আদবে গবর্ণমেণ্টের এ টাকাটী কাফেরের নিকট হইতে লওয়া উচিৎ নয়। কাফেরের টাকা বল করিয়া লইয়া তদ্দারা ঈশ্বরোপাসনা করা মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুমোদিত হইতে পারে, কিন্তু বাইবল অনুমোদিত নয়। আমাদের দেশে একটী কথা আছে গরু মেরে জুতা দান।

একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে সর্দ্দির সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ গলায় ফ্লানেল জড়াইয়া রাত্রে শয়ন করা—ওলাউঠার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ ক্লোরোডাইন ও লঘু পথ্য—অম্লত্বের চুণের জল—জ্বরের উপবাস ও লঘু পথ্য—খোশ পাচড়ার উষ্ণ জলের টবে বসিয়া পরে নারিকেলের তৈল মর্দ্দন করা, পুরাতন গৃহিণীর, পাঁপড়ী খএরের জল, চুলকানার প্রাতস্নান, কোষ্ট বদ্ধের ঈর্ষা ও সকল রোগের সর্ব্বোত্তম ঔষধ ডাক্তারী ঔষধ মোটে সেবন না করা।

ইহার মধ্যে এ প্রদেশে প্রায় সকল স্থানেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টি নয় শীলা বৃষ্টি ও স্থানে স্থানে বিষম ঝড় হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ইহার ... ক্রোশ দক্ষিনে বর্ণি নামক গ্রামে এত বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে যে একটী মনুষ্য পর্য্যন্ত মারিয়াছে। আবার ইহার ৩ ক্রোশ উত্তরে বেলতা নামক আর একটী স্থানে অল্প খানিক স্থান লইয়া দীঘা দীঘি এরূপ একটী বাত্যা গিয়াছে যে লোকে দিশিহারা হইয়া নানা রূপ গল্প তুলিতেছে। অবশ্য এ সমুদয় গল্পের মধ্যে ভুতের কথাই অধিক। আর বৎসর খাদাপাড়ায় ও তাহার কিছু কাল পরে বাঘ আঁচড়ায় এই রূপ প্রলয় কাণ্ড হয়। এ সমুদায় ঝড় পিডিংটন সাহেবের সাইক্লোনের ন্যায় নহে, ইহা একটী গ্রামে কি অতি অল্প পরিমাণ স্থানে আবদ্ধ থাকে।

আমাদের দেশে সংবাদ পত্রের সম্পাদক গণের মধ্যে পরস্পর দ্বেষা দেষী বড় রহস্য জনক। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নাক কান্না তাহাতে ও লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করে এবড় আশ্চর্য্য কথা। প্রথমত আমাদের দেশে ৪ কোটী লোক ইহাদের মধ্যে, ঈশ্বরে মনে থাকে তবে এক দিন কাল ২০ সহস্র সংবাদ পত্রের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশে ২০ খানা কাগজ থাকে না আছে সন্দেহ। শাসন কার্য্যে আমাদের কিছু মাত্র আধিপত্য নাই, বরং গবর্ণমেণ্টের মনোগত ইচ্ছা যে সংবাদ পত্র সমুদায় উচ্ছিন্ন যায়। দেশের লোকের মধ্যেও আমাদের সমাদর এত যে লোকে হয় প্রাণাধিকা স্ত্রী কি প্রাণাধিক পুত্রের, কি বন্ধুর অনুরোধে ... প্রায় বাঙ্গালা কাগজ লইয়া থাকেন। ... এই করিয়া বাঙ্গালা কাগজ কয়েকটী ... স্ত্রীর ... থাকেন? আমাদের ... গেল ... হীনাবস্থা সেখানে আপনারা আপনারা কলহ করিয়া আপনাদিগকে কেবল আরো হীন করা।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

সন১২৭৬সাল ।

আমরা আর এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম । নিমেষ মধ্যে আমাদের জীবনের কতক অংশ ক্ষয় হইয়া গেল । সময়ের কি তূর্ণ গতি! দুঃখের মধ্যে এটি আমরা ভুলিয়া যাই । বর্ত্তমান শতাব্দি উন্নতির কাল । সকল জাতি উর্দ্ধশ্বাসে উন্নতি মুখ দৌড়িতেছে, যাহারা চুপ করিয়া থাকিবেন, তাহারাই এক্ষণ ঠকিবেন, কিন্তু আমরা ইতিহাস চক্ষে এক্ষণ গত বর্ষ পর্য্যালোচনা করিব ।

এক মুহুর্ত্তে জগত বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, শত শত রাজ্য বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে, কোটি কোটি জীবের প্রাণ ধ্বংশ হইতে পারে, সেখানে এক বৎসর কাল মধ্যে [illegible] আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এক্ষণ ইউরোপ ও আমেরিকা সভ্যতম স্থান বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে ইহাদের ঢের বিলম্ব আছে । এখনও নানা বিষয়ের বহুল পরিমাণে উৎকর্ষ আবশ্যক এবং গত বৎসর ইহার উপর দিয়া বৃথা গমন করে নাই। ইহার সর্ব্ব স্থানেই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে । বিপ্লব দ্বারা স্পেনকে সমুন্নত করিয়াছে । রুসিয়ার শাসন প্রণালীর বিস্তর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । সমুদায় [illegible] এক রাজ্যান্তর্গত করা হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত উহা প্রভুত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে । ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রিয়তা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সম্রাট কর্ত্তৃকও উক্ত প্রকার রাজনীতি অনুমোদিত হইয়াছে । মধ্য বিত্ত লোকই দেশের পঞ্জার স্বরূপ এবং ইংলণ্ডে এই শ্রেণীরই প্রাদুর্ভাব । আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা আরো দৃঢরূপে সংবদ্ধ হইয়াছে । স্পিরিচুয়ালিজমের দৈনন্দিন উন্নতি হইতেছে, এমন কি অধিবাসীর দুইভাগ স্পিরিচুয়ালিষ্ট হইয়াছেন আফ্রিকায় এক অভাবনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। অর্থাৎ সুয়েজের খাল খনন হইয়াছে । ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই নিমিত্ত আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি । ইংলণ্ডের কলঙ্কে[illegible] বিষয়, তিনি ইহাতে সাহায্য করা [illegible] কুক বরং যৎপরোনাস্তি [illegible] । এখন অবশ্য ইংলণ্ড বু[illegible]ন যে সুয়েজের খাল খনন দ্বারা তাহার কত লাভ হইবে । লোহিত ও ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়া তার পাতা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে এক দিনে ভারতবর্ষে সংবাদ আসিবে। এই টেলিগ্রাফ লাইল সংস্থাপন ও সুয়েজের খাল খনন কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের শাসন ভারতবর্ষে অনড় রূপে সংস্থাপিত হইল ।

কেবল হতভাগ্য ভারতবর্ষকে নানা রূপ বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা, মারীভয়, বন্যা এক্ষণ দৈনিক ঘটনার মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভাবিয়া ছিলাম, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পর অন্নাভাবে আর লোক মরিবে না। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, গত বর্ষে যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ছার খার যাইতে ছিল, তখন গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি ঔদাস্য দেখাইয়াছিলেন এবং যদি কিছু যত্ন দেখাইয়া থাকেন, তবে সে সময় গেলে। শুদ্ধ রাজপুতনায় [illegible] লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। বোম্বাই গারডিয়ানে মারটিন সাহেব লিখেন যে, গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে বিস্তর লোক বাঁচাইতে পারিতেন। নাইট সাহেব এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, এই যে ৫লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল ইহার কি অনুসন্ধান হইবে? গবর্ণমেণ্টের ৪ লক্ষ মন তণ্ডুল পাঠাইবার কথা ছিল। যদি উপযুক্ত সময়ে ইহার ছয় ভাগের একভাগ পাঠান হইত, তবে কত প্রাণীর জীবন রক্ষা পাইত! মারী ভয় বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্ব স্থানে হইয়াছিল । বিশেষতঃ হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা প্রায় উচ্ছিন্ন গিয়াছে। শতকরা ৬০।৭০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বর্দ্ধমানে এখন পর্য্যন্ত পীড়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। পীড়া নিবারণ পক্ষেও গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ মনোযোগ দেখান নাই। ইহার কারণ অদ্যাবধি কিছু মাত্র বাহির হয় নাই। কেবল মাঝে মাঝে বাঁশ [illegible] গুঁড়ির মূল ছেদন হইয়া থাকে ও দুই এক জন নেটিব ডাক্তার ও কিছু ঔষধ পীড়িত স্থানে পাঠান হয়. কিন্তু ইহাদিগের কর্ত্তৃক হয় ত আরো মৃত্যুর [illegible] বাড়ান হয়। মনুষ্যও যেমন মরিয়াছে, গবাদি পশুও তেমনি মরিয়াছে। ইহা নিবারণের উপায়ও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার কারণানুসন্ধানার্থে সম্প্রতি একটি কমিসন বসিয়াছে । গত জ্যৈষ্ঠে পর পর দুটি মহা ঝটিকা হইয়া যায়। দরিদ্র লোকদিগের বিস্তর অনিষ্ট হয়। এ সময়েও গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ কৃপণতা দেখান। দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থে বার বার চীৎকার ধ্বনি করা হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। যাহা হউক আমরা সন্তুষ্ট হইলাম অনেক জমিদার এই সময় বস্তর আনুকুল্য করেন ।

বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি এক জন
র শাসনাধীন হইবে কি না, এই
ইয়া আজ কয়েক বৎসর তর্ক বি
তেছে। গত বৎসর ইহার মীমাংশা
গিয়াছে। বাঙ্গলা যেরূপ সেই রূপই
ল অর্থাৎ এক জন লেপটনাণ্ট গব
র্ত্তৃক ইহা শাসিত হইবে। এটি
বনতি বলিয়া গণ্য করি। বাঙ্গ
ন্সি অন্যান্য প্রেসিডেন্সি হইতে
থচ ইহার স্থানীয় শাসন কর্ত্তা
সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অধীন
তে কার্য্যের বিলক্ষণ বিশৃংখলা হইতে
এই নিমিত্ত বাঙ্গালার লেপটনাণ্ট গব
প্র[illegible]বিত অনেক গুলি সদনুষ্ঠান
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণ
ইতে পারে নাই। এই নিমিত্ত শিক্ষাক
ন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট [illegible]দিবগ
গবর্ণমেণ্টের নিকট ধমক খাইলেন ।
ৎসর কতক গুলি ঘটনা দ্বারা কলি
কে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। টেল
হেব অনারেবল বিচার পতি দ্বারিকা
মিত্রকে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে গালি
এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
নিমিত্ত টেলর সাহেবকে ও তৎপর
শ ম্যানের সম্পাদককে যথোচিত
দেন । হেয়ার স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক
গের প্রতি কলিকাতার পুলিশ যে অ
র করে তাহা দ্বারা এই এক সিদ্ধা
রা যাইতে পারে যে পুলিশ যত শীঘ্র
য়া যায় তত দেশের মঙ্গল। বিশেষ
র বিষয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার
প্রতি বিধান করেন না। সেয়াল দহ
ওয়ে ষ্টেসনে কয়েক জন [illegible]
যুবক অকারণে রেলওয়ে কর্ম্মচারী
অপমানি[illegible] হন। রেলওয়ে ষ্টেসনে
দিগের নিয়ত এই রূপ অত্যাচা[illegible]
করিতে হয়। কিন্তু এই যুবক দিগের অ
বসায়ে অত্যাচারীগণ রাজ বিচারে
হয়. এবং এই দৃষ্টান্ত দ্বারা [illegible]
কর্ম্মচারী দিগের অত্যাচার বিস্তর কমি
গিয়াছে

[illegible]কটি কারণে এদেশীয়গণ ইংরেজ
রাজত্বের উপর বিশেষ বিরক্ত অর্থাৎ
নূতন নূতন আইনের প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন
এমন বৎসর নাই যে, দুটি পাঁচটি আইনে
সৃষ্টি ও লোপ না হয়। গত বৎসরে
প্রাক কালে ১৪ আইন ও স্ত্রী পরিত্যাগে
আইন প্রচলিত হয়। প্রথমোক্ত আইন
সম্বন্ধে আমাদের মতামত অনেকবার
পত্রিকা স্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি! এ
আমরা ইহাই বলি যে, যখন উহা প্র
লিত হইল, তখন শুদ্ধ এক কলিকা

সহরে আবদ্ধ থাকিলে কোন ফলই দর্শাবে না। যাহাতে মফঃস্বলেও এই আইনটি প্রচলিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। এক খৃষ্টান বাসন্দা ছাড়া স্ত্রী পরিত্যাগের আইনের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই। ফল ইহা প্রচলিত হইয়া যে সকল অসুখকর পারীবারিক ঘটনা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এ আইন চলিত না হওয়াই ছিল ভাল। মাপ ওজন সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, মাপ ও ওজনের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমান না থাকাতে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্তর বিশৃংখলা ঘটিয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করা ইহার উদ্দেশ্য সুতরাং ইহা দ্বারা উপকার হওয়ার সম্ভব। বাঙ্গলা আসাম কুলি বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যদিও এটি সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় নাই, তবু ইহা দ্বারা অনেক অত্যাচার নিবারণ হইবে। খাজনা সংক্রান্ত মকর্দ্দমা ডেপুটি কালেক্টরদিগের হস্ত হইতে মুন্সিফদিগের বিচারাধীন করা হইয়াছে; কিন্তু যাবৎ ষ্টাম্পের রসুম না কমিবে তাবৎ দরিদ্র লোকের কষ্টের অবসান হইবেনা! গ্রাম্য চৌকিদার সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক বেঙ্গাল কাউন্সিলে অর্পিত হইয়াছে! সম্ভবতঃ অতি সত্বর বিধিবদ্ধ হইবে।

গত বর্ষে তেমন কোন রাজনৈতিক ঘটনা দৃষ্ট হয় না। আম্বলার দরবারের ফল এক্ষণ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তবে শের আলীর পক্ষে ইহা শুভকর হয় নাই। ইংরেজী সভ্যতা তিনি নিজ দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান এবং এই নিমিত্ত তাহার শাসন আপামর সাধারন তাবৎ প্রজার নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় রাজাগণের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ সদ্ভাবে ছিলেন। ইহারাও বৎসর ২ যথা পরিমান উন্নতি করিতেছেন। এক্ষণ ইহাদের রাজ্যে হাইকোর্ট, ব্যবস্থাপক সভা রাজস্ব মন্ত্রিরের পদ সৃষ্টি হইয়াছে। রেলওয়ে প্রভৃতিও এখানে সত্বর সংস্থাপিত হইবে।

শিক্ষা কার্য্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এত বিপদ সত্বেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর বিস্তর স্কূল সংস্থাপিত হইয়াছে। এক শিক্ষাকর লইয়া সমস্ত বৎসর গোল গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাহার মীমাংশা হয় নাই। ফল শিক্ষাকর দ্বারা যে কোন শ্রেণীরই লাভ হইবে না, যাহা কিছু লাভ সে গবর্ণমেন্টের তাহা এক রূপ সপ্রমাণ হইয়াছে। উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষা উঠাইয়া দিবার যত্ন গবর্ণমেন্ট করেন, এখন পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে মফস্বল কলেজ সমুদয় হাইস্কূল ও জিলা স্কূল সমুদায় এডেড স্কূলে পরিণত হইলে শিক্ষা কার্য্যের মূলে আঘাত করা হইবে। ফল যখন উন্নতির স্রোত এরূপ প্রবল বেগে চলিয়াছে, তখন এই নীচ ও অনুদার রাজনীতি যে কোন গবর্ণমেন্ট অবলম্বন করিতে সাহস করিবেন বোধ হয় না। তবে যখন অকারণে ষ্টেটস্কলারসিপ উঠিয়া গেল তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ইহাও করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রতি বৎসর দেশীয় যুবকগণ ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের আর একটি বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের আছে। চারি জন ভারতবর্ষীয় প্রতিপক্ষের সহিত সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের একজন তৃতীয় হইয়াছেন। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনারেরা দুই জনের বয়স লইয়া ভারি গোল মাল করেন, এমন কি তাহাদিগকে উক্ত সার্ব্বিস হইতে বহিস্কৃত করেন।

লড মেও যখন গবর্ণর জেনারল হইয়া আসেন, তখন প্রায় ইংরেজ সম্পাদক মাত্রেই তাহার বিপক্ষ ছিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তিনি দেখান, যে উক্ত পদের তিনি অযোগ্য ব্যক্তি নন। তাহার কার্য্য প্রনালী ও অধ্যবসায় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হন। কনভোকসনে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে এদেশীয়দের নির্ব্বাণ আশা পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বৎসরের অর্দ্ধ অংশ গত না হইতে আমাদের রাজস্ব মন্ত্রির বজেটে ভুল বাহির হইয়া পড়ে এবং গবর্ণমেণ্ট ভয়ানক বিপন্ন অবস্থায় পতিত হন। লড মেয়ো ইহাতে কিছু মাত্র ভীত হয়েন না ও সাহস পূর্ব্বক এই বিপদ সাক্ষাৎ করেন। ইনি প্রথম গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পত্র সাধারণের গোচর করান। পরে পুলিশ সৈনিক পূর্ত্ত ও অন্যান্য বিভাগ হইতে ব্যয় কর্ত্তন করিয়া রাজস্বের এক প্রকার সামঞ্জস্য করেন। তবে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, ব্যয় কর্ত্তন সম্বন্ধে প্রথম তিনি যেরূপ মনোযোগ ও সাহস দেখাইয়াছিলেন, শেষে তিনি তত দূর পারিয়া উঠেন না। গুটি কয়েক কারণে এদেশীয়দের অনেকের তাহার উপর অনেকটা ভরসা কমিয়া গিয়াছে। টেম্পল সাহেব যে হারে ইনকম ট্যাক্স করেন, লোকে তাহাই দিতে বিরক্ত ছিল। আবার তাহার পর উহা দ্বিগুণিত হওয়াতে প্রকৃত অত্যাচারের এক শেষ হয়। বিশেষতঃ যখন হার বৃদ্ধি করা হয়, তখন গবর্ণর জেনারল এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইনকম ট্যাক্স লোকের আর দিতে হইবে না। কিন্তু এবৎসর যখন তিন গুন হারে উহা বসিল, তখন কাহার আর তাঁহার কথার উপর আস্থা থাকিবে? এদেশের মঙ্গলার্থে কোন অনুষ্ঠানই ইংলিশ গবর্ণমেন্ট স্বার্থ শুন্য হইয়া করেন নাই, কেবল এক ষ্টেট স্কলারশিপ ছাড়া। কিন্তু লড মেয়োর আমলে এইটি উঠিয়া গেল। ষ্টেট স্কলারশিপ সংস্থাপন দ্বারা দেশীয়দের রাজভক্তি যেমন বাড়িয়াছিল, ইহা উঠাইয়া লওয়াতেও তাহাদিগকে সেইরূপ অসন্তুষ্ট করা হইল। লড মেয়ো কেবল এক বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিকাংশই তিনি আমোদ করিয়া কাটাইয়াছেন। আজ শিকার, কাল দরবার তার পর সিমলায় গমন, এই রূপেই তাহার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। দেখাযাউক আগামী বৎসর তিনি করেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষে মহারানীর দ্বিতীয় পুত্র এখানে আগমন করেন। ইংলণ্ডের রাজ পরিবারস্থ আর কেহই ইহার পূর্ব্বে ভারত ভূমি দর্শন করেন নাই। রাজ বংশীয় ব্যক্তিগণ যে মাঝে মাঝে এদেশে আগমন করেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। যদি ইহাদের কাহাকে স্থায়ী শাসন কর্ত্তা করা হয়, তবে আরো মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু ডিউক অব এডিনবরা যে ভাবে আগমন করিয়াছিলেন তাহাতে কতক অর্থ ব্যতীত আর কোন ফলই হয় না, ভারতবর্ষীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছে; তাহাদের কি কি অভাব এই সকল অনুসন্ধান করিয়া যাওয়া তাঁহার উচিত ছিল। এদেশীয়গণ তাহাকে যথোচিত সম্মান ও রাজ ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিউকের নিকট যদি তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া জানাইতেন, তবে তাহাদের দুঃখের অনেকটা মোচন হইবার সম্ভব ছিল। প্রজা নিজ দুঃখ বর্ণনা করিয়া যেরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে।

ইনকমট্যাক্স।

কি সর্ব্বনাশ, শত করা ৩৮ করিয়া ইনকমট্যাক্স! লোকে কোথা হইতে দিবে! এই বারই প্রকৃত শিশু সন্তানের মুখের দুধ, স্ত্রীর কাণের সোণা, রোগীর পথ্য কাড়িয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। কেন, এত কষ্ট কেন আমাদের? আমরা কি গবর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া অপরাধি হইয়াছি না অন্য কেহ আমাদের দেশ আক্র

মণ করিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট এক আমাদের উপকারের নিমিত্ত শিক্ষা বিভাগে ৬৮ লক্ষ টাকা ধরিয়াছেন। আর এই ৬৮ লক্ষে শুদ্ধ আমাদের উপকার হয় এরূপ নয় ইহা কর্ত্তৃক অনেক ইংরাজ প্রতি পালনও হইয়া থাকেন। তাহা নয় লউন, আমাদের ইনকম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিউন। পাঠক, গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বনাশিয়া হার ধরিয়াছেন তাহা নিম্নে দেখুন।

৫০০	হইতে	৭৫০	পর্য্যন্ত	১৯৷০
৭৫০	"	১০০০	"	২৭
১০০০	"	১৫০০	"	৩৯
১৫০০	"	২০০০	"	৫৪

জমিদারের নিকট কর বাকি পড়িলে কি মহাজনের নিকট বাঁকি পড়িলে হাতে পায় ধরিয়া সময় পাওয়া যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট সে দয়া মমতা নাই! টাকা দাও নতুবা ফাটকে যাও। এক জন ইংরাজ শনিবারে ২টার সময় এতদ্দেশীয় ১৫ কোটী লোকের ভাগ্য পাঠ করিলেন, তাহার তিন দিনের দিন আর কয়েক জন ইংরাজে উহা লইয়া খানিক তর্ক করিলেন করিয়া ইনকমট্যাক্স বিধিবদ্ধ করা হইল আর গবর্ণর জেনারেল উহা অমনি পাস করিলেন।

তবে ইহা আমরা স্বীকার করি যে যদি গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় তবে ইনকম ট্যাক্সের দ্বারাই উহা করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাই বলিয়া শতকরা তিন টাকা দুই আনা গবর্ণমেণ্টের যে কর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, গবর্ণমেণ্টের এক্ষণকার যে আয় তাহা যে প্রচুর, ইহা দেশ সমেত লোকে জানেন। ইহাও সকলে জানেন যে আমাদের প্রজাবৎসল, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট যে, বৎসর বৎসর অকুলান দেখাইতেছেন ইহা কেবল ইনকমট্যাক্সটী লোকের ঘাড়ে সহাইয়া সহাইয়া বজায় রাখিবার নিমিত্ত। ইহা সকলে বেশ জানেন, গবর্ণমেণ্টও জানেন কিন্তু জানায় কল কি। যদি শাসন কার্য্যে আমাদের কিছু মাত্র হাত থাকিত তবে জন কয়েক লোকে দুই ঘণ্টার মধ্যে দেশের মধ্যে হুলুস্থুলু বাধাইতে পারিতেন না। যদি আমাদের কিছু ক্ষমতা থাকিত তবে অকুলানও পড়িত না।

আমরা ইনকমট্যাক্সের মূলগত প্রণালীর বড় সপক্ষ। রাজ্যের ভার যে যে রূপ ব্যক্তি তাহার সেই রূপ বহন করা উচিত, তাহা হইলে কাহারো কষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠেনা। যে কোন প্রস্তাবই কর, অত্যাচার কেবল এক শ্রেণির উপরই হয়। ইনকম ট্যাক্সে এইটী হয় না। ইহার দোষও অনেক আছে কিন্তু উহা অনায়াশে শুধরাণ যায়। এক্ষণকার যে পদ্ধতি তাহাতে সকলের ভার সমান রূপে বহন করিতে হয় না। ৫ শত টাকা যাহার আয় তাহার যত কর দিতে হইবে তাহার দেড়া যাহার আয়, তাহারো সেইকর দিতে হইবে। আবার দুই হাজার টাকা যাহার আয় তাহার ৫৪ টাকা দিতে যত টুকু কষ্ট যাহার ৫ শত টাকা আয় তাহার ২০ টাকা দিতে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী কষ্ট হইবে। ৫ শত টাকার চতুর্গুণ দুই সহস্র কিন্তু ২০ টাকার চতুর্গুণ ৮০ টাকা, ৫৪ টাকা নয়। অতএব যে যত ভার সহিতে পারে তাহা দূরে যাইয়া যে যত ভার সহনে অক্ষম তাহার প্রতি তত ভার চাপান হইয়াছে!

দুখের মধ্যে কার্য্যে বরাবর তাহার বিপরীত হইয়া আসিতেছে। ইহার মানে আমরা বুঝিতে পারি না, হয় যে যে পরিমাণে দরিদ্র সে সেই পরিমাণে নিরীহ ও বোবা তাহাই হইবে, কি ইংরাজেরা সকলে ধনী বলিয়া হইবে, বড় মানুষ দিগকে দোহন করিতে ইনকম ট্যাকসের সৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই করের সৃষ্টি অবধি দরিদ্র প্রজা দিগকে দোহন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি যাহার লক্ষ টাকা আয় তাহার ৭৫ হাজার টাকা দিতে যত কষ্ট তাহা অপেক্ষা যাহার দশ টাকা আয় তাহার ৫ টাকা দিতে অধিক কষ্ট হয় তবে টেম্পল সাহেব যে সিডিউল করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। যাহার ৫ শত টাকা আয় তাহার দুইপয়শা হিসাবে মোটে ১৫৷৷০ টাকা দেওয়া উচিৎ কিন্তু তাহাদের ১৯৷৷০ টাকা দিতে হইবে আর যাহাদের দুই হাজার টাকা আয় তাহাদের দুই পয়শা করিয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু বোধ হয় না; আমাদের দেশের বড় মানুষ দিগকে অনুগ্রহ করিয়া নয়, টেম্পল সাহেব জানেন যে দুই হাজার টাকার উপর আয় অনেক সাহেব দিগের। কি ঘোর পক্ষ পাতিত্ব!

ন্যায্য বিচার করিতে গেলে আয় বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে নিরিখ বৃদ্ধি করা উচিৎ। ৫ শত টাকা যাহার আয় তাহার যদি প্রত্যেক টাকায় এক পয়শা করিয়া দিতে হয় তবে হাজার টাকা যাহার আয় তাহার প্রত্যেক টাকায় এক পয়শার অধিক দেওয়া উচিৎ। এই রূপ করিয়া ক্রমে নিরিখ বাড়াইতে পারিলে দেশের মধ্যে সকলের উপর সমান ভার পড়ে। এই রূপ যদি করা হয় তবে যাহাদের আয় ৫০০ টাকা হইতে ঢের কম তাহাদের নিকট হইতেও অত্যাচার না করিয়া কর লওয়া যাইতে পারে। ট্যাকসের মত সকলের নিকট হইতে কিছু আমরা লইতে বলিনা, তবে যাহাদের অতি অল্প আয় তাহাদের নিকট হইতেও কিছু লইতে বলিনা, কারণ তাহা হইলে সংগ্রহ করিবার খরচ পোশাইবে না। বিবেচনা কর যাহাদের এক শত টাকা বার্ষিক আয় তাহাদের নিকট শতকরা ৷০ লইলে তাহারা দিতে পারে, অতএব এই নূতন ইনকম ট্যাকস রূপ ডাকাইতি রহিত করিয়া আমাদের বোধ হয় আমরা নিম্নে যে রূপ সিডিউল দিতেছি এই রূপে হার ধরিলে অত্যাচারের অনেক লাঘব হইতে পারে।

১০০	হইতে	৫০০	শতকরা	৷০
৫০০	"	১০০০	"	১
১০০০	"	১৫০০	"	১৷০
১৫০০	"	২০০০	"	১৸০
২০০০	"	৩০০০	"	২
৩০০০	"	৪০০০	"	২৷০

এই রূপে যাহাদের আয় ৫ হাজার টাকার উপরে তাহাদের নিকট ৩৭ লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ বই ক্ষতি হইবে না, অথচ অত্যাচারের অনেক লাঘব হইবে।

ইনকম ট্যাকস ও ইংরাজগণ।

যখন আমেরিকানেরা ইংরাজ দিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা বলে যে ইংরাজকে কেবল ইংরাজে পরাজয় করিতে পারে। এ কথাটী যদি ইংরাজ দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে গৌরব জনক তবু কথাটী সত্য। এতদ্দেশীয় গণ ইংরাজ দিগের সহিত যদি কখন সমর করিয়া জয় লাভ করেন, তবে ইংরাজ দিগের সাহায্য আবশ্যক করিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এতদ্দেশীয় গণকে খর্ব্ব রাখিয়া ইংরাজ গণকে প্রাধান্য দেওয়া, ও এপর্য্যন্ত যত আইন, কানন নিয়ম সমুদায়ের মধ্যে সে উদ্দেশ্যটী স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। কাযেই গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা করেন, অনায়াশে করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট যে কোন প্রস্তাব করেন, সমুদায় ইংরাজ দল তাহার পোষকতা করেন, কাযেই এতদ্দেশীয়দের আপত্তি এক কালে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। হিন্দু উইল লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে দুরূহ কর্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিচারকে ধন্যবাদ। দেশ সমেত

লোকের দেশের মহামহোপধ্যায় পণ্ডিত সমূহের মত এক রূপ, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আর এক রূপ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এদেশীয়দের মত অমত গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্যও করেন না।

যখন নীলকরে ও প্রজায় বিবাদ হয় তখন প্রজাগণ কিয়ৎ পরিমাণে জয়লাভ করে, তাহার কারণ যে এক দল ইংরাজ প্রজাদিগের সহিত জুটেন। এই নিমিত্ত আমাদের বরাবর ইচ্ছা ছিল যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ একটা প্রস্তাব করেন যাহাতে উভয় হিন্দু ও ইংরাজের মনে বেদনা লাগে। সৌভাগ্য ক্রমে সেইটি এখন উপস্থিত। যত দিবস এদেশের আয় ব্যয়ের ভার শুদ্ধ এতদ্দেশীয় দিগের বহন করিতে হইয়াছে তত দিবস ইংরাজেরা আরো ট্যাকস কর বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, ট্যাকস বৃদ্ধি করিবার পুর্ব্বে ব্যয় বৃদ্ধি না করিলে চলেনা; গবর্ণমেণ্ট উৎসাহন্বিত হইয়া দুই হাতদিয়া ব্যয় আরম্ভ করিলেন। এখন দেখেন যে ব্যয় বৃদ্ধি করা যত সহজ কমান তত সহজ নয়। আর এতদ্দেশীয় গণও আর অধিক দিয়া উঠিতে পারেনা, কাজেই গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ দিগের স্কন্ধে হস্ত দিতে হইয়াছে। এক্ষণে সেই ইংরাজ রা যাঁহারা আমাদিগের ঘাড়ে অসহনীয় ভার দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া মমতা করেন নাই, সেই ভারের কিয়দংশ বহন করিতে হইবে বলিয়া ক্রোধে খেপিয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে এই দায় ঠেকিয়া সর্ব্ব সাধারণের উপর কর করিয়াছেন ইহাতেও ইংরাজ দিগের উপর কত অনুগ্রহ করা হইয়াছে? যাঁহার যত অধিক আয় তিনি তত অধিক হারে ট্যাকস বিনা ক্লেশে দিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার উলটা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজেরা যাঁহাদের প্রায়ই অধিক আয় জিতিয়া গেলেন। দ্বিতীয়তঃ এই যে গবর্ণমেণ্ট ইনকমট্যাকস কর্ত্তৃক দুই কোটী টাকার প্রত্যাশা করিতেছেন ইহা লইয়া কি করিবেন? কি স্কুল কালেজ করিবেন, খাল খনন করিবেন তাহা নয়। যে বারিকের ছুতা করিয়া এই অকুলান দেখান হইয়াছে তাহাতে ইংরাজ সৈন্য বাস করিবে। যাহাদের নিমিত্ত ইংরাজেরা সুখে এ দেশে রাজ্য করিতেছেন ও ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। আমরা জানি যে একবার শিক্ষা বিভাগে কিছু টাকা উদ্বর্ত্ত হয় তাহা ঐ বিভাগের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভাগ যোগ করিয়া লয়েন। সেই রূপ যে টাকা ইনকমট্যাকস রূপে দিতেছেন তাহা আবার তাহারাই পাইবেন। গবর্ণমেণ্টের যত ব্যয় তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ইংরাজ প্রতিপালন করিতে যায়, অতএব যে পরিমাণে যে গতিকে গবর্ণমেণ্ট টাকা সংগ্রহ করেন তাহা ত তাঁহাদের ঘরেই যাইবে। গবর্ণমেণ্ট ক্ষোভ করিয়া এ রূপ ইংরাজ দিগকে বলিতে পারেন "আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি যাহার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আমি যে এত করিয়া কর বৃদ্ধি করিতেছি এত তোদের জন্যে। তোমার নিজের কিছু গাটী হইতে লাগে কিন্তু তেমনি তোমার মিউনিসিপাল ব্যতীত আর কোন ট্যাকস দিতে হয় না। তোমাদের যে বেতন দিই উহার দশ ভাগের এক ভাগ বেতন দিয়া তোমাদের তুল্য লোক পাইতে পারি, সেখানে আমি দায় ঠেকেছি নয় কিছু দিলে। যদি তোমার কিছু গাঁটী হইতে লাগে, তেমনি উহা আর কেহ লইবে না তোমারি মাসতিত ভাই,,

সংবাদাবলী।

নিচের সংবাদটির দায়ী হিন্দুহিতৈষিণী

—"বিক্রমপুরে কোন স্থানে কোন স্ত্রী লোকের একটি সন্তান জন্মে, স্ত্রী লোকটীর একটি স্তনে এক প্রকার ক্ষত দর্শন করিয়া অনেক সন্দিহান ও উদ্বিগ্ন হন॥ এক দিন রাত্রে স্ত্রী লোকটি শয়ন করিয়া আছে কেহ তাহার স্তন পান করিতেছে এরূপ বোধ হইল, স্ত্রীলোকটি আপন সন্তানকে হস্ত দ্বারা ধরিয়া দেখিল সন্তান নিদ্রিত্য কিন্তু তাহার বাহুতে অতি শীতল কোন পদার্থ অনুভূত হইল পরদিন সকলের নিকট এ কথা বলা হইলে রাত্র সকলেই সতর্ক রহিল॥ সেই রাত্রে পুনরায় নিদ্রা হইয়াছে এমন সময়ে সেই রূপ স্তনপান করিতেছে বোধ করিয়া অমনি হস্ত দ্বারা অনুভব করিল এক প্রকার অতি শীতল রসির ন্যায় চলিয়া গেল সে দিন রাত্রে আলো জ্বালিয়া বসিয়া রহিল, পরদিন পুনরায় আলো রাখিয়া শয়ন করিয়াছে॥ এমন সময়ে দেখিল এক সর্প আসিয় স্তনপান করিতে উদ্যত, তখন সকলে উত্থিত হইলে সর্প চলিয়া যায়, এই ব্যাপার দেখিয়া পরদিন স্ত্রী লোকটিকে অন্য এক বাটিতে রাখা হয়; সর্প তথাতেও ঐরূপ করিতে যায়, এই ভাবে স্ত্রী লোকটি অয়েক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিয়াছে সর্প সকল স্থানেই যাইতেছে॥ কিন্তু কেবল মনুষ্য ভয়ে পুর্ব্বের ন্যায় স্তনপান করিতে পারিতেছে না॥,,

—সোমপ্রকাশ বলেন ফৌজদারী মকর্দ্দামার অর্থী ও অর্থির সাক্ষীদিগের পাথেয় দিবার যে আজ্ঞা হয় গবর্ণর জেনরল এবৎসর তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন॥ এদিকে টাকা দিলে সিমলার ব্যয় চলে না॥ দেওয়ানী আদালতে পুর্ব্বে "ইয়াদ দস্ত" নামক দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লিখিবার যে পুস্তক ছিল তাহা এক প্রকার রহিতই হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় উহা রাখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন; বিচার পতি কখন আসিলেন কখন গেলেন, কোন মকদ্দমা কয়দিনের নিমিত্ত ও কি কারণে স্থগিত হইল এসকল তন্মধ্যে লিখিতে হইবে॥ দেওয়ানী বিচার পতিগণের পক্ষে কেন যাহাদিগের হস্তে ফৌজদারির ভার আছে এই প্রকার পুস্তক রাখিতে বলা উচিত॥

—যে দিবস গবর্ণর জেনারেল কৌন্সলের বজেট লইয়া তর্ক হয় সে দিবস এক অজ্ঞাত ব্যক্তি টেম্পল সাহেবকে বিলক্ষণ বিদ্রূপ করে। মেম্বর গণ সকলে বসিয়া আছে এমন সময় হরকরা টেম্পল সাহেবের নিকট একটী প্যাকেট দিল॥ খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে একটী খালি বিলাতি দেয়াশলাইএর বাসক॥ বোধ হয় বিলাতি দয়াশলাইর উপর, টেম্পল সাহেব ট্যাকস বসাইতে চান ও ট্যাকস বসাইলে আর এদেশে উহা আসিবে না ইহা জানাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ঐ বাসক পাঠাইয়া দেয়॥

—কলিকাতা হইতে বাবু দিন নাথ মিত্র নামক এক জন আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে পাঁচু নামক তাহার এক জন চাকর তাহার ২৫ টাকা লইয়া পলায়ন করে॥ পরে সে চাকর ধৃত হওয়ায় তাহাকে তিনি পুলিসে দেন॥ পুলিস কর্ত্তৃক সে মাজিষ্ট্রেট মিলারের নিকট চালান হয় এবং বাবু চুরির ওকুস্থান কাশীপুরে তদারক করিবার জন্য দিন বাবুর সঙ্গে এক জন কনেষ্টেবল মুতাইন হয়॥ দিন বাবু কনেষ্টেবলের সঙ্গে কাশীপুর গিয়া সেখানকার তদারকান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন মিলার সাহেব ফরিয়াদির অনুপস্থিত বিধায় মকর্দ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন॥ মকর্দ্দামার ত এই সুবিচার হইল তবে দিন বাবুর লাভের কষ্টও পরিশ্রম এবং যখন কাশীপুর যান তখন কনেষ্টেবেলকে ১।০ টাকা দিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতে হয়॥

—যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে এখানকার সহর দশ বৎসর পুর্ব্বে যে দেখিয়াছিল এক্ষণ সে এখানে উপস্থিত হইলে অনেক গুলি নূতন বিষয় দেখিবেন॥ পুর্ব্বে এখানে একখানি মদ্‌কার দোকান ছিল, এক্ষণ প্রায় ২০ খানা দোকান বসিয়াছে॥ পুর্ব্বে ৩॥৪ খানি ময়রার দোকান ছিল এক্ষণ সহর ময় ময়রা॥ মদ খেলে পুর্ব্বে এখানে জাতিপাত হইত এক্ষণ মদ যাহারা না খায় তাহারা ভদ্র সমাজে বসিতে পান না॥ আমলারা পুর্ব্বে বেশ্যা পুষিতেন এক্ষণ নিজের অন্ন হয় না॥ আহেলে আমলারা পুর্ব্বে আমলা দিগকে সেবা করিতেন এক্ষণ দীন হীনা বেস্যারা তাহাদের অন্নে জীবন ধারণ করে॥

—বরিশাল হইতে প্যাট্রিয়ট এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে ডিসিলবা সাহেব, বরিশাল স্কুলের নিমিত্ত বার্ষিক এক শত টাকা দিয়াছেন। যে বালক সর্ব্বোত্তম হইবে সেই এ পুরুস্কার পাইবে।

—রাজ কুমারে অভ্যর্থনার্থে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তাহার সাত হাজার টাকা বাঁচিয়াছে। এই টাকা ভিক্টোরিয়া দাতব্য সভায় দেওয়া হইয়াছে।

—জিবন্স সাহেব এক প্রকার যন্ত্রের সৃজন করিয়াছেন, করিয়া উহা লণ্ডন রয়েল সোসাইটিতে দেখা ইয়াছেন। উহার দ্বারা নাকি ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক করা যায়॥ যখন আর্থমমেটার হয় তখন লোকে এত আশ্চর্য্যান্বিত হয় নাই॥

—গঙ্গার এ ধারের রেলওএ কোম্পানি খড়দহতে একটী ষ্টেশন খুলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন॥ খড়দহে ষ্টেসন হইবার কথা হইলে টিটেগড়ের ইউরোপীয় বাসন্দরা তাহাদের ওখানে ষ্টেশন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রেলওএ কোম্পানি খড়দহে করিতেই সংকল্প করিয়াছেন॥

—হিন্দু হিতৈষিণীতে একটী লিষ্ট দেখিয়া আমরা সম্পাদককে ধন্য বাদ দিলাম। সম্পাদক এ দেশে কোন কোন জ্যোতীষ গ্রন্থ আছে গ্রন্থ কার গণের নাম সম্বলিত একটী ফর্দ্দ দিয়াছেন॥ আমরা এ সম্বন্ধে আরো কিছু জানিতে চাই, এ-গ্রন্থ গুলি কি এখন প্রচলিত আছে, আর যদি থাকে তবে উহা কোথায় পাওয়া যায়? সম্পাদক এ নাম গুলি কোথায় পাইলেন?

—খুলনা হইতে একজন পত্র প্রেরক লিখেন যে ওখান কার মুন্সেফ কেদারেশ্বর বাবুর বাসায় সহস্য টাকা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পুলিসে ইহার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই॥ পরে বাসার পাচক এক ব্রাহ্মণ বালক একরার করিয়াছে॥ এ বালকটীকে মুন্সেফ বাবু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ও স্কুলে পড়াইতেন॥

—ডেলিনিউসে দেখা গেল যে কলিকাতায় পিয়াস নামক এক জন ইংরাজ রাত্রে তাহার বাড়ীর নিকট পথিক দুইটী বেশ্যা মধ্য হইতে এক টিকে লইয়া তাহার ঘরে কপাট দেয়॥ ইহাতে অন্যতর বেশ্যা পুলিসে সংবাদ দেয় ও বাচ সাহেব স্বয়ং যাইয়া তাহার দরোয়াজা ভাঙ্গিয়া দেখেন যে একখানি পালঙ্গের উপর পিয়াস ও রমণীটি বসিয়া আছে॥ শেষোক্তটির বেশ বিশৃংখল ও বস্ত্রে শোণিতে চিহ্ন॥ বলাৎকার বলিয়া লালিস করায় কসাইটোলা জুড়ি নির্দ্দোষী বলিয়া পিয়াসকে খালাস দিয়াছেন॥

—আমরা প্যাট্রিয়ট পাঠে অবগত হইলাম যে, পাটনা কলেজের শিক্ষক বেহেরেণ্ট সাহেবের সহিত সেখানকার বালক গণের ভারি অসৌহৃদ্য হইয়া গিয়াছে॥ ইহাতে ছাত্র গণ বিবাদের পরেই ডাইরেক্টর সাহেবকে টেলিগ্রাম করে॥ নগরস্থ তাবত লোক বালক দিগের সপক্ষ॥ ও প্রধান২ লোক একত্রিত হইয়া কমিসনরের নিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধানার্থে প্রার্থনা করেন। কমিশনার এবিষয় গবর্ণমেন্টকে অবগত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন॥ যেখানে এত গোল সেখানে গবর্ণমেন্টের অবশ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

—ইটালি দেশস্থ রাজকুমার এমেডিউস তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়া হইতে উদ্ধার হইয়াছেন বলিয়া স্মরণার্থে নানা প্রকার মণি মুক্ত খচিত ৮০০০০ ফ্রাঙ্ক মুল্যের এক ছাড়া মালা জেরুজলামের ধর্ম্ম মন্দিরে সাজাইবার জন্যে প্রেরণ করিয়াছেন, এক ফ্রাঙ্কের মুল্য ছয় আনা॥

রিকস্থ জোজক ১৮ মাসের মধ্যে কাটিবার জন্যে কণ্ট্রাক্ট হইয়াছে। এই জোজকটী দীর্ঘে প্রায় ৩ মাইল, এবং সমুদ্র হইতে উচ্চ প্রায় ৮০ ফিট॥

—সম্প্রতি যশোহর জেলে আদেশ আসিয়াছে যে যে সমুদয় কয়াদির খালাসের ছয় মাসের কম বাকি আছে তাহারা আলিপুর প্রেরিত হইবে॥ এরূপ হইলে যশোহরে কয়াদির সংখ্যা বিস্তর কমিবে॥

—যশোহরের পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছয় মাসের বিদায় লইয়া চলিলেন, তাহার স্থলে ফ্রেঞ্চ সাহেব আসিতেছেন॥ ফ্রেঞ্চ সাহেব কৃষ্ণনগর ছিলেন॥ তথায় তিনি অতি সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন॥

—ইংরাজ দিগের মধ্যে খুড়তত ভগ্নির সহিত বিবাহ হইতে বাধা নাই, কিন্তু স্ত্রীর ভগ্নির সহিত বিবাহ হইত না॥ সম্প্রতি তাহার আইন হইয়াছে, এক্ষণে উহা হইতে পারিবে ও পূর্ব্বে এই রূপ যে সমুদয় বিবাহ হইয়াছিল তাহাও এই আইনে বিধি বদ্ধ হইল॥

উদ্ধৃত।

ঢাকা প্রকাশের মুরসিদাবাদের সংবাদদাতার পত্র।

মহাশয়! এখানে বড় আশ্চর্য্য এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে॥ ৩॥৪ দিবস হইল, মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ই, ই, ফিশার সাহেব, এক দিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার দ্বিতীয় ক্লার্ক মহাশয়ের সঙ্গে গঙ্গার তীরে উপবেশন করিয়াছিলেন॥ তখন দেখিতে পাইলেন যে কি একটা উড়িয়া আসিয়া মহাশব্দে কাছারি ঘরের সম্মুখস্থ বকুল বৃক্ষে উপবেশন করিল॥ বসিবার সময় এতদূর শব্দ হইয়াছিল, শুনিয়া বোধ হইয়াছিল যে আরবীয় উপন্যাসের কোন পক্ষী আসিয়া বুঝি বৃক্ষে পড়িল॥ কেবল ঐ শব্দ মাত্রই শুনা গেল; কি আসিয়া পড়িল তাহা কেহই দেখিতে পাইল না॥ সাহেব অদৃশ্য পদার্থকে কোন একটা প্রকাণ্ড পক্ষী বিবেচনা করিয়া বন্দুক আনয়ন করিলেন॥ অনন্তর উক্ত বৃক্ষে গুলি ছুড়িতে লাগিলেন; কিন্তু সমুদায়ই ব্যর্থ হইল॥ তৎপরে নবীন বাবু বাটীতে গেলেন॥ সাহেব ও রাত্রি ১১টার পর যাইয়া শুইলেন॥ কাছারির নিকট এক খানা খড়ের ঘর আছে॥ তাহাতে সাহেবের এক জন চাকর শুইয়া ছিল॥ সে হটাৎ দেখিল এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে॥ সে উহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া সাহেবের নিকট দৌড়িয়া গেল; এবং উক্ত বিবরণ বলিল॥ সাহেব দেখিলেন, চাকরের মুখ ও নাসিকা হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতেছে॥ সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এ প্রকার হইয়াছে কেন?" ইহাতে চাকর উত্তর করিল "আমি ইহার কিছুই অবগত নাই॥" তদনন্তর সাহেব উহার মুখ ও নাসিকা রুমাল দ্বারা মুছাইয়া কহিলেন, তুমি যদি অতি ভয়ার্ত্ত হইয়া থাক আমার ঘরে যাইয়া শোও॥ এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে গ্রীষ্ম বশতঃ সাহেব তাহার ঘরের বারাণ্ডায় শুইয়া ছিলেন॥ সাহেবের কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইলে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড কায় পুরুষ তাঁহার শয্যায় বসিয়া তাঁহার চুল ও দাড়ি ধরিয়া টানিতেছে এবং তাঁহার গা চুলকাইয়া দিতেছে॥ সাহেব জাগরিত হইলে সে তথা হইতে উঠিয়া খাটের সম্মুখস্থ এক ইজি চেয়ারে যাইয়া বসিল। সাহেব কখন ভূত বিশ্বাস করেন না; অতএব উহাকে কোন এক পাগল স্থির করিলেন এবং খাটের উপরেই উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে সাহেব সম্মুখস্থ বালিশ হস্তে করিয়া "ইউফুল" বলিয়া উহার উপর বালিশ নিক্ষেপ করিলেন। বালিশ যাইয়া ইজি চেয়ারে লাগিল; কাল্পনিক পাগল যে কোথায় গেল, সাহেব দেখিতে পাইলেন না। পাগল এক বারে অন্তর্হিত হইল॥ এস্থলে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, সাহেবের ঘর দ্বিতল। সাহেব তাহার বারান্দায় শুইয়া ছিলেন। অতএব তথা হইতে পলাইবার কোন প্রকার উপায় ছিল না। কারণ তথা হইতে নিচে আসিবার কেবল একটী মাত্র সোপান ছিল এবং উক্ত সোপানের সম্মুখে সাহেবের খাট এবং নিচে পুলিসের পাহারা। সাহেব এই প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া আর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খাট হইতে যেমন উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন অমনি একটা প্রবল বায়ু একবারে তাহাকে খাটে ফেলিয়া দিল॥ সাহেব পড়িবার সময় যে শব্দ করিয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে তাহার চাকর সমুদায় দৌড়িয়া উপরে আসিল। তাহাতে সাহেব রক্ষা পাইলেন। তখন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নীচের পাহারাওয়ালা দেখিল যে একটা কাল কুকুর উপর হইতে নীচে নামিয়া দৌড়িয়া পালাইল॥ তৎপরে সাহেব নিরুপদ্রবে নিদ্রা গেলেন এবং প্রাতঃকালে দেখেন বকুল বৃক্ষের এক প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে॥ এবং তাহার শরীরে ক্ষত ও বেদনা হইয়াছে॥ সম্পাদক মহাশয়! আমরা ইহাকে কি বলিতে পারি॥ আমাদের এপ্রকার বোধ হয় না পাঠকবর্গ ইহাকে একবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন॥ যদি দিতে পারেন তবে তাহার হেতু সকল শুনিতে ইচ্ছা রহিল॥ শুনিলাম সাহেব নাকি এখন হইতে বাইবেল সঙ্গে করিয়া শয়ন করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন॥

সমালোচনা।

উদ্ভিদবিচার।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কৃত উদ্ভিদ বিচারের ১ম খণ্ড খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা যথা নিয়মে আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা মেডিকেল কালেজ সংস্থাপিত হয়। তদবধি বহু সংখ্যক কৃত বিদ্য বঙ্গবাসী উক্ত বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় চিকীৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এবম্প্রকার সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ থাকিতেও বঙ্গ ভাষায় অদ্যাবধি চিকীৎসা শাস্ত্র বা অন্যান্য প্রাকৃতিক শাস্ত্রের যথোচিত জ্ঞান ইংরেজী ভাষা বিরচিত পুস্তক সমূহের সাহায্য ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে: পাঠক মাত্রেই শুনিয়া দুঃখিত হইবেন মেডিকেল কালেজের সংস্থাপনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত বাঙ্গালা এবং উর্দ্দু শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ উপদেশ কালে শিক্ষক দিগের প্রমুখাৎ যাহা শ্রুত হন তাহাই স্বহস্তে লিপি বদ্ধ করিয়া কণ্ঠস্থ করতঃ আপনাদিগের শিক্ষা কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন। আমাদির ইংরেজী বিভাগোত্তীর্ণ মহোদয় গণ ইহাঁদিগের এই দুঃখ দেখিয়া আসিতেছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উক্ত নিরুপায় ছাত্র গণের দুঃখ মোচনার্থ অতি অল্প সংখ্যক লোকে যত্নবান হইয়াছেন। সত্য বটে বাঙ্গালা এবং উর্দ্দু শ্রেণীর কয়েক জন শিক্ষক ইতিপূর্ব্বে কয়েক খানি পুস্তক বঙ্গভাষায় সংকলন করিয়াছিলেন কিন্তু এই পুস্তক নিচয় এত দূর অসম্পূর্ণ যে তাহা হইতে ছাত্র গণের বিশেষ উপকারের আশা করা ভ্রম মাত্র।

সংপ্রতি কয়েক জন শিক্ষক এবং স্বাধীন ব্যবসায়াবলম্বী সুবিজ্ঞ দেশ হিতৈষী ব্যক্তি অপেক্ষা কৃত অধিকতর যত্ন এবং ক্ষমতা সহকারে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন এবং উদ্ভিদ বিচারের প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাঁদিগের মধ্যে এক জন। যদু বাবু যে নুতন এই এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এমত নহে; ইত্যাগ্রে ধাত্রী শিক্ষা ২ ভাগ এবং শরীর পালন নামক এক খানি পুস্তক প্রকটন করিয়া বঙ্গ সমাজকে যথোচিত বাধিত করিয়াছেন। কেবল মেডিকেল কালেজের ছাত্র গণের উপকার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয় ইহাও তাহার একান্ত ইচ্ছা।

প্রাস্তবিক মেডিকেল কালেজে যে সমস্ত প্রাকৃতিক শাস্ত্রের আলোচনা হয় তাহা বঙ্গ ভাষায় বিরচিত হইলে বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ উদ্ভিদ শাস্ত্র এবং রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা আজ কাল বঙ্গবাসী দিগের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উদ্ভিদ শাস্ত্রের অভাব যদু বাবু এক প্রকার পূরণ করিলেন, এই ক্ষণ রসায়ন শাস্ত্রের অভাবটী যিনি পূরণ করিবেন তাহার নিকট আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব।

উদ্ভিদ বিচার প্রমথ ভাগে বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পত্র, উপতৃণ, পুষ্প-বিন্যাস ও পৌষ্পিক পত্র, পুষ্প পৌষ্পিক রক্ষীন্দ্রিয় যথা (কুণ্ড এবং স্রক) ও অত্যাবশ্যক জননেন্দ্রিয় যথা (পুংকেসর ও গর্ভকেসর) ফল, ডিম্বানু, বীজ, মূলের কার্য্য, কাণ্ডের কার্য্য, পত্রের কার্য্য, ইত্যাদি, উদ্ভিদ রস প্রবহন, পৌষ্পিক আবরণের কার্য্য, জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য, ফল তত্ত্ব, বীজ তত্ত্ব, এবং উদ্ভিদ উষ্ণতা আলোক এবং গতির বিষয় ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবম্প্রকার শ্রেণী বিভাগ নিতান্ত অপ্রশংসনীয় হয় নাই বটে, কিন্তু ত্বকের বর্ণনা বৃক্ষের ক্রিয়া মধ্যে না দিয়া কাণ্ডের বর্ণনার পরে দিলেই ভাল হইত। বৃক্ষের গতির বিবরণ সর্ব্ব শেষে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু উদ্ভিদ বেত্তারা ইহাকে পত্রের ক্রিয়ার মধ্যে বর্ণন করিয়া থাকেন, পুস্তক খানির বিজ্ঞাপন মধ্যে গ্রন্থ কর্ত্তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে উদ্ভিদ বিচার একাধিক ইংরেজী গ্রন্থের সঙ্কলন মাত্র, সুতরাং ইহাতে তাহার নিজের কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার পরিচয় প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, তত্রাপি যে সমস্ত দৃষ্টান্ত এই অভিনব গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা এক প্রকার নূতন বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহা প্রায় কোন ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হয় নাই। এই উদাহরণ সমূহ বঙ্গদেশস্থ নিতান্ত সাধারণ বৃক্ষ গুল্মাদি হইতে গৃহীত সুতরাং উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসন্ধায়ী ব্যক্তি গণ ইহাদিগকে অল্প আয়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি এই সমস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করনার্থে যদু বাবুকে বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রকৃত ভাব সংরক্ষণ করিয়া সংক্ষেপে কোন বিজাতীয় ভাষা-বিরচিত গ্রন্থের অনুবাদ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যদু বাবু নিজকৃত পুস্তকান্তর্গত প্রায় সমূদয় বিবরণই সংক্ষিপ্ত অথচ অনেক স্থলে অনায়াস বোধ গম্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে২ দুই একটী বিবরণ এতদূর সংক্ষেপ করা হইয়াছে যে তাহাদিগের তাৎপর্য্য উদ্ধার করা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ফলানু অন্তর্ম্মুখ প্রান্ত বাধরি সমন্বিত মুদ্রিত পত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে" এই প্রকার বর্ণনার দ্বারা উদ্ভিদ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগন ফলানুর প্রকৃত তাৎপর্য্য সহসা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এ স্থলে ফলানু মুদ্রিত পত্র কি প্রকারে হইল? ইহা মুদ্রিত পত্র হইলে এই পত্র কি প্রকারে মুদ্রিত? অন্তর্ম্মুখ কাহাকে কহে? মুদ্রিত পত্রের প্রান্তের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ? কি প্রকারে উহার নিম্ন ভাগ (শূন্য—গর্ভ) হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইলে পাঠার্থিগণ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে গ্রন্থ কর্ত্তার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিতেন।

কোন২ স্থলে বর্ণনা সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত প্রকৃত বিবরণ এক প্রকার পরিত্যাগ করা হইয়াছে, যথা—"ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের চিহ্নকে সপক্ষ, গেঁন্দা জাতীয় উদ্ভিদে খণ্ডিত, শিয়াল কাঁটা এবং পোস্তার পুষ্পে বিকীর্ন (অর্থাৎ কেন্দ্রোদ্ভুত রেখা নিচয়ের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত) শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদে পার্শ্বিক এবং দশবায় চণ্ডীর পুষ্পে ইহাকে উপদল কহা যায়"

এই স্থলে সপক্ষ, খণ্ডিত, পার্শ্বিক এবং উপদল এই কয়েকটী নাম এবং ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকের এক একটী বা ততোধিক দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যাঁহারা উদ্ভিদ শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের কাহাকেও যদি ঘাস জাতীয় সপক্ষ চিহ্ন কি প্রকার বর্ণনা করিতে বলা যায় তাহা হইলে পুস্তকের অসম্পূর্ণতা সম্যক প্রকাশিত হইয়া পড়িবেক।

সমুদয় উদ্ভিদ জাতি এবং ইহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ফল ফুল ইত্যাদি নানা আকার বিশিষ্ট হওয়ায় আকারের সাদৃশ্যানুসারে ইহাদিগকে বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইংরেজি উদ্ভিদ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিভাগ দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান প্রায় সমুদয় বিভাগই গ্রন্থ কর্ত্তা নিজ পুস্তকে নিবেসিত করিয়াছেন। কিন্তু আর আর কতক গুলি পরিত্যক্ত ও হইয়াছে। যে পুস্তক খানি বঙ্গ ভাষায় একটী শাস্ত্রের অভাব পূরণ করিবে তাহাতে ঐ সমস্ত বিভাগের অসদ্ভাব থাকা বড় প্রীতি জনক নহে।

উদ্ভিদ বিচার খানি পাঠ করিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হইয়াছে যে ইহা নর্ম্মাল স্কুল অথবা অন্য যে কোন স্কুলে উদ্ভিদ বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করাই উদ্দেশ্য সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে বিশেষ উপকারি হইবে। যাঁহারা উদ্ভিদ শাস্ত্রটীকে প্রকৃত শাস্ত্র রূপে শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা আশানুরূপ ফল প্রদায়ী হইবে কি না বলিতে পারিনা। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে উপযুক্ত শিক্ষক ব্যতীত এ পুস্তক খানি শিক্ষা দেওয়া সহজ হইবেনা। যাঁহারা ইংরেজী ভাষাতে উদ্ভিদ শাস্ত্র যথা নিয়মে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার উপযুক্ত শিক্ষক হইবেন।

বিশেষ, নাম সমুহের বাঙ্গালা অনুবাদের বিষয় আমরা কিছুই বলিতে চাহি না কারণ ইংরেজি উদ্ভিদ শাস্ত্রের দুরুহ নাম সমূহের অনুবাদ যাহা হইয়াছে তাহাই প্রীতি জনক। সিম্বি, ধন্যা, জম্বুরী, এরণ্ডী, গুবাকী, ধান্যা, পিরাবী প্রভৃতি কতিপয় শব্দ কিঞ্চিৎ অশ্রাব্য হইলেও উহাদিগের নাম দ্বারা তত্তৎ জাতীয় ফলের প্রকৃতি অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হওয়ায় উহাদিগকে ব্যবহার করা অতীব আবশ্যক হইয়াছে। পুস্তকে ব্যবহৃত নূতন শব্দ সমূহ ইংরেজী প্রতি শব্দ সহিত গ্রন্থান্তে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কারণ তাহা হইলে শিক্ষক গণ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে গ্রন্থ কর্ত্তার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিতেন।

পুস্তক খানির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট বঙ্গ ভাষায় বিরচিত হইয়াছে কিন্তু মধ্যে২ দুই একটী দোষও লক্ষিত হইয়াছে যথা "এবম্বিধ স্রগাবর্ত্ত সমন্বিত পুষ্পকে উপ প্রজাপাতিক স্যক নামে উক্ত হয়" "কাল সহকারে চাপন পেয়ে পৃথকীকৃত এবং গর্ভ সমুহের বিলয় প্রাপ্তি হইতে পারে" ইত্যাদি। কোন২ স্থানে ভাষা প্রায় ইংরেজির অবিকল অনুবাদ হইয়া গিয়াছে যথা "লিখিত পুস্তক যেখানে কেবল উদ্ভিদ বিষয়ক শিক্ষা প্রদানেই উদ্যত সে স্থলে ইহা অবশ্যই এবং সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য যে উদ্ভিদ কাহাকে বলে"

প্রতিকৃতি বা আদর্শ (ছবি) ব্যতীত উদ্ভিদ শাস্ত্র শিক্ষা করা সুকঠিন। যদিও গ্রন্থ কর্ত্তা অতি সাধারণ উদাহরন সমুহ প্রদান করিয়া এবিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন তত্রাপি এতদ্বারা আদর্শের অত্যাবশ্যকতা একেবারে নিরাকৃত করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তার্গত অনেক পদার্থ, সকল সময়ে জন্মে না সুতরাং সকল সময়ে তাহাদিগের সাহায্যে উদ্ভিদ তত্ত্ব শিক্ষা করা সম্ভাবিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পদার্থ সর্ব্ব দেশে সমান ভাবে পাওয়া যাইতে পারে কি না তাহাও স্থির নহে। কাল জিরার গাছ, নবীন কুসুম ফুল ইত্যাদি কলিকাতাস্থ ছাত্র গণ কোন সময় সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি না বলিতে পারি না। এই সমস্ত উদাহরণীয় পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেও অনেক সময়ে আদর্শ ব্যতীত সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। ইহার প্রমান গ্রন্থ কর্ত্তা প্রথম শিক্ষা কালে নিজেই প্রাপ্ত না হইয়াছেন এমত নহে। বাস্তবিক আদর্শের অভাবে মুকুল পুংকেসর, গর্ভকেসর, ডিম্বানু বীজ প্রভৃতির বিবরণ বুঝিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন হইবেক।

বৃক্ষ, পত্র, ত্বক এবং মূলের আভ্যন্তরিক গঠনের বিষয় অতি অল্প লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের এবং উদ্ভিদের অন্যান্য সমুদয় অঙ্গেরই আভ্যন্তরিক গঠন বিশেষ রূপে না জানিলে তাহাদিগের ক্রিয়া সমুহ সম্যক বুঝিতে পারা যায় না।

প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তে যে প্রশ্ন গুলি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অতীব উপকারী হইবে। ছাত্র গন দেখিবেন যে ঐ প্রশ্ন গুলি উত্তর করিতে পারিলে অধ্যায় মধ্যে তাঁহাদিগের অপরিজ্ঞাত আর কিছুই থাকিবেক না।

বট বৃক্ষের ঝুরিকে আস্থানিক মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে একটী বিষম ভ্রম অপনীত হইয়াছে। বিখ্যাত উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বালফর সাহেব ইহাকে বায়বা মূল বলিয়া গিয়াছেন। বট বৃক্ষের ঝুরি কিছুকাল বায়ুতে থাকিয়া পরে মৃত্তিকাসংলগ্ন হয়। বালক গন ইহাদিগকে এই শেষাবস্থা পন্ন দেখিয়া একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গিয়া থাকেন। উক্ত ঝুরিকে আস্থানিক বলায় এই ভ্রম টী এক প্রকার নিরাকৃত হইয়াছে।

উদ্ভিদ বিচার মধ্যে কাণ্ডের যে সুত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বড় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "নিমন ভাগে মূল এবং উপরি ভাগে শাখা প্রশাখা এত দুভয়ের মধ্যবর্ত্তি অংশকে বৃক্ষের কাণ্ড" বলিলে সুত্রটী পূর্ন হয় না। বট বৃক্ষের মূল হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরেই প্রধান২ শাখা জন্মে, তৎপরে কাণ্ডটী বর্দ্ধিত হইয়া অন্যান্য শাখা প্রশাখা বহন করে। এখানে প্রথম বহির্গত শাখা সমুহ হইতে শেষ শাখা সমস্ত পর্য্যন্ত কাণ্ডের যে অংশটী অবস্থান করে তাহাকে কি কাণ্ড বলিবেন না?

উপবৃক্ষের মুলের ক্রিয়া এবং চিহ্নোপরি পরাগ পতনের পর যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয় তাহার বিবরণ কি নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিতে পারি না। যে কয়েকটী দোষের কথা উল্লিখিত হইল ইহা বোধ হয় দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের সময় সংশোধিত হইবে এবং তাহা হইলেই পুস্তক খানি অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেক।

প্রেরিত।

হাইকোর্টের বিচার।

মহাশয়॥ প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতম বিচার পতি বাবু দ্বারকা নাথ মিত্রের একটি নিষ্পত্তি পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি॥ দ্বারি বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু বিধবার, যে সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন, রাজস্ব নিমিত্ত ডিক্রীজারীতে সে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, ক্রেতাদের তাহাতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিবে॥ বিধবাকৃত অবৈধ বিক্রয়ে ক্রেতাদিগের স্বত্ব হইতে এরূপ স্বত্বকে সহজেই পৃথক করা হইয়াছে॥ দ্বারি বাবুর নিষ্পত্তি পত্রে স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, রাজস্ব বিধবার স্বীয় ঋণ নয়, সুতরাং রাজস্ব নিমিত্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, ক্রেতাদের তজ্জনিত স্বত্ব কেন না অনন্তকাল স্থায়ী হইবে? সহজ দৃষ্টিতে একথা যথার্থ বলিয়াই বোধ হয়॥ কিন্তু হিন্দু বিধবারা স্বামি সম্পত্তি হস্তে পাইলে যেরূপ স্বাধীনা হইয়া উঠেন, যেরূপে অপথ গমনে অনুরক্তা হইয়া থাকেন, পতি পক্ষীয়দের (যাঁহারা বিধবার অভাবে বিষয় বিভবে অধিকারী হইবেন) সহিত যেরূপ কুৎসিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, সে সমস্ত বিষয় মনোনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে এরূপ শত সহস্র উদাহরণের অপ্রতুল হয় না, যে, পতির ভাবি দায়াদ গণকে বঞ্চনা করার নিমিত্ত বিধবারা নানা উপায়ে পতি সম্পত্তি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন॥ এবং অনেক স্থলে দেখাও যায়, যে রাজস্ব সহজেই দিতে পারিতেন, তাহা বাকী রাখিয়া বিষয় বিক্রয় হইতে দিয়া থাকেন॥ এস্থলে, ক্রেতাদিগের মনে এই এক মাত্র ভয় ছিল (এবং তাহাতেই বিধবাদের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইত) যে, বিধবাকৃত অবৈধ হস্তান্তর কার্য্য চিরস্থায়ি হয় না॥ কিন্তু যখন রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের অত্যাচারের পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া আসিল, তখন আর রক্ষা নাই॥ বিধবারা পতি কুল কলঙ্কিত করুন তাহাতে স্বত্বচ্যুত হইবেন না, পতি পক্ষীয়দের বঞ্চনা করণার্থে রাজস্ব না দিয়া সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে দিউন, তাহা আর ফিরিবে না॥ এরূপ অসঙ্কুচিত ব্যবস্থা দান দ্বারা হিন্দু দায় শাস্ত্রের অবমান না করা হইতেছে, সন্দেহ নহি॥ কোন বিদেশীয় বিচার পতি, আমাদের শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিলে আমরা তাহার নিকট সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বাধিত হইয়া থাকি; অগৌরব করিলে অধিক দুঃখ করিতে পারি না; কিন্তু অনরেবল দ্বারি বাবু, আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রের মীমাংসা করণ কালে, সমাজের অবস্থার শাস্ত্রের সহজ দৃষ্টির বহির্ভূত কোন সিদ্ধ করিলে, সে দুঃখ রাখিবার স্থান আর থাকে না॥

যশোহর
১২৭৬
২৩ চৈত্র

শ্রীকৈঃ—

মহাশয়॥

আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের ভূত পূর্ব্ব যশোহর স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মেঃ জে, এসমিথ্ সাহেবের সাহায্যার্থে তদীয় ছাত্র বর্গ প্রতি একটা চাঁদা করা গিয়াছে। ছাত্র বর্গেরা পরম সন্তোষে কিছু২ প্রদান করিতেছেন, ও ভরসা করি করিবেন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তাহার ছাত্র গণের মধ্যে এক্ষণে প্রায় অনেকেই উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছেন, এতদ সম্বন্ধে সাতিশয় মোনযোগ কেবল মাত্র তাহার দিগের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলিতে হইবে সন্দেহ নাই॥ আমরা এবিষয় পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠক গণকে জানাইব॥

যশোহর
১১ই এপ্রেল ১৮৭০

শ্রীবরদা কান্ত ভাদুড়ি।

কর্ম্মখালী।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত স্কুল সমুহের নিমিত্ত শিক্ষক আবশ্যক॥

পিলজঙ্গ হায়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক॥ বেতন ২৫ টাকা॥ উক্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক বেতন ১০ টাকা॥ বনগ্রাম স্কুলের হেড মাষ্টার বেতন ২৫॥ মঘিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার, বেতন, ২৫ টাকা॥ মান্সা স্কুলের হেড পণ্ডিত, বেতন ১০॥ অভয় নগর স্কুলের হেড মাষ্টার, বেতন ১৬॥ উক্ত স্কুলের হেড পণ্ডিত, বেতন ৮॥ মোসাইন স্কুলের হেড মাষ্টার, বেতন ১৬॥ দিবারঘাটী ভার্ণিকুলার স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, বেতন ১০॥

যশোদা নন্দন সরকার
ডেঃ ইনস্পেক্টর
বাগহাট॥

কালিয়া চক ইং বাং স্কুলের নিমিত্ত এক জন হেড মাষ্টারের প্রয়োজন॥ বেতন ৫০॥ যাহারা এল, এ, পাস না করিয়াছেন, তাহাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই॥ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন করিতে হইতে হইবে॥

এফ, টি, রাইস
সেক্রেটারী
জিলা মালদহ॥

জমীদারী ও মহাজনী হিসাব!

মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি দিগের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে বালক গণের সুবিধার নিমিত্ত মুল্য অত্যন্ত ন্যূন করা গিয়াছে: মূল্য ছয় আনা।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।
শ্রীকালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

অমৃত বাজার
শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
নেটিব ডাক্তার

বিজ্ঞাপন।

আমরা প্রচীন বাঙ্গলা কবি দিগের গ্রন্থ সংগ্রহ পুর্ব্বক খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহুব্যয় সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী। সংপ্রতি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সটিক, ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীদের প্রতি ১ টাকা অন্যূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছা গণ নিম্ন স্বাক্ষরীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

যশোর
জগবন্ধু ভদ্র শ্রীরাম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যশোর স্কুল।

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটটোলা, পটয়া ডাঙ্গা, কলিকাতা অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বা নার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়ের পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক অনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৬ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০	১।৹০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজর অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাসিত হয়।